মূলশব্দাবলীঃ
বাবা-মা
ভক্তি
নম্রতা
ক্ষমা/ সহানুভূতি

Majlis Ugama Islam Singapura

Friday Sermon

10 October 2025 / 18 Rabiulakhir 1447H

পিতামাতার প্রতি ভক্তি ও আনুগত্য: এক ঐশী আদেশ

ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي هَدَانَا لِهَٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِيَ لَوْلَا أَنْ هَدَانَا ٱللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَٰهَ إِلَّا ٱللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ. ٱللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ، فَيَا عِبَادَ ٱللَّهِ، أُوصِي نَفْسِي وَإِيَّاكُمْ بِتَقْوَى ٱللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَقَدْ فَازَ ٱلْمُتَّقُونَ.

হে মু'মিন ভাইয়েরা, আল্লাহ আপনাদের প্রতি দয়া করুন,

আসুন, আমরা আল্লাহ তাআলার প্রতি তাকওয়া বৃদ্ধি করি—তাঁর সমস্ত আদেশ পালন করি এবং তাঁর সব নিষেধাজ্ঞা থেকে নিজেকে দূরে রাখি।

আসুন, আমরা এমন সন্তান হই যারা পিতা-মাতার জন্য সওয়াবের কারণ হবে, এবং এমন সন্তানদের লালন-পালন করি যারা আমাদের জন্য সওয়াবের কারণ হবে।

আল্লাহ যেন আমাদের সকল প্রিয়জন ও আপনজনকে জান্নাতে একত্রিত করেন।

আমিন, ইয়া রাব্বাল 'আলামীন্।"

মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার অনুগ্রহপ্রাপ্ত হে সম্মানিত সুধী,

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের প্রতি যে সর্বশ্রেষ্ঠ আদেশসমূহ দিয়েছেন, একমাত্র তাঁর ইবাদত করার আদেশের পরে যে আদেশটি এসেছে, তা হলো—পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা ও তাঁদেরকে সম্মান প্রদান করা।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আল-ইসরা, আয়াত ২৩-এ ইরশাদ করেছেন—

وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوٓاْ إِلَّآ إِيَّاهُ وَبِٱلْوَٰلِدَيْنِ إِحْسَٰنًا ۚ

অর্থঃ ***তোমার প্রতিপালক আদেশ দিয়েছেন, আপনারা তিনি ব্যতীত অন্য কারও ইবাদত না করুন এবং মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করুন।***

সুবহানাল্লাহ, আল্লাহ্ তা'আলা আমাদেরকে শুধু তাঁরই ইবাদত করার নির্দেশ দেওয়ার পরপরই পিতামাতার প্রতি সদ্ব্যবহার — **বিররুল-ওয়ালিদাইন** — এর কথা উল্লেখ করেছেন। এটি প্রমাণ করে যে ইসলামে পিতামাতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণতার গুরুত্ব ও মর্যাদা কতটা বিশাল।

প্রিয় ভাইয়েরা,

যদিও আমরা বুঝি যে পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালন করা কতটা গুরুত্বপূর্ণ, তবুও প্রশ্ন থেকেই যায় — আমরা কীভাবে আসলে আজকের ব্যস্ত ও দ্রুতগতির জীবনে এটিকে পালন করব? বিশেষত যখন আমরা এমন সব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হচ্ছি, যেমন অর্থনৈতিক চাপ ও সামাজিক পরিবর্তন, যেগুলো আগের প্রজন্মকে হয়তো কখনও সামলাতে হয়নি।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তাআলা সূরা আল-ইসরা, আয়াত ২৪-এ আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন -

وَٱخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ ٱلذُّلِّ مِنَ ٱلرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ٱرْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِى صَغِيرًا ﴿٢٤﴾

অর্থঃ: *এবং তাদের প্রতি মমতাপূর্ণ আচরণের সাথে তাঁদের সামনে নিজেকে বিনয়াবনত করো এবং দু'আ করো, হে আমার প্রতিপালক তাঁরা যেভাবে আমার শৈশবে আমাকে লালন-পালন করেছেন, তেমনি আপনিও তাদের প্রতি রহমতের আচরণ করুন।*

এই একটি আয়াতই প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পিতামাতার প্রতি কর্তব্য পালনের জন্য দিকনির্দেশনা হিসেবে কাজ করে। পরম দয়ালু আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন কীভাবে আমরা পিতামাতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণ এক সৎ সন্তান হতে পারি। অনুগ্রহ করে আয়াতটি থেকে আমরা নিম্নলিখিত তিনটি শিক্ষা গ্রহণ করিঃ

<u>প্রথমত: পিতামাতার সঙ্গে বিনয়ী আচরণ করা</u>

আমাদের মনে রাখতে হবে, আমাদের পিতামাতা ভিন্ন সময়ে এবং ভিন্ন অভিজ্ঞতার মধ্যে বড় হয়েছেন। এর ফলে জ্ঞান ও বোঝাপড়ায় কিছু ফাঁক তৈরি হতে পারে, বিশেষত প্রযুক্তি ও আধুনিক ব্যবস্থার ক্ষেত্রে। যেসব বিষয় আমাদের কাছে খুব পরিচিত, যেমন অ্যাপের মাধ্যমে অ্যাপয়েন্টমেন্ট বুক করা বা প্রতারণামূলক বার্তা ও কল চেনা—এসব অনেকের কাছে, বিশেষ করে আমাদের পিতামাতার কাছে, নতুন কিংবা বিভ্রান্তিকর মনে হতে পারে।

এক্ষেত্রে বিনয়ই ভালোবাসার এক অপরিহার্য প্রকাশ— আমরা ধৈর্যের সঙ্গে তাদেরকে পথ দেখাব, সহানুভূতির সঙ্গে সাহায্য করব, কোনো রকম বিরক্তি প্রকাশ না করে কিংবা তাদের বোঝাপড়াকে হেয় না করে।

<u>দ্বিতীয়ত: পিতামাতার প্রতি দয়া ও মমতার দৃষ্টি রাখা</u>

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদেরকে সহৃদয়তার সঙ্গে বিনয়ী মনটিকে বাবা-মা'র প্রতি সর্বদা অবনত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন। সুতরাং, পিতামাতার প্রতি বিনয় প্রদর্শনে দয়া হলো মূল উপাদান।

ভাইয়েরাঃ সিঙ্গাপুর পৃথিবীর দ্রুততম বয়স্ক জনসংখ্যার দেশগুলোর একটি, আর আমাদের পিতামাতারাও এই জনসংখ্যার অংশ। বয়স বাড়ার সাথে সাথে অনেকে স্বাস্থ্যগত সমস্যায় ভুগছেন, আবার কেউ কেউ একাকীত্বের শিকার হচ্ছেন, কারণ তাদের সন্তানরা কর্মজীবন ও নিজের পরিবার নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

এখানে দাবি হলো—আমরা যেন সহৃদয়তার সঙ্গে তাঁদের পাশে থাকি, তাঁদেরকে ডাক্তার দেখাতে সঙ্গ দিই, এবং সময়, মনোযোগ ও ভালবাসা দিই। মতবিরোধ হলেও দয়া আমাদের কথা বলার ভঙ্গি নিয়ন্ত্রণ করবে এবং স্মরণ করিয়ে দেবে যে সম্মান কখনও হারানো যাবে না। মনে রাখবেন, তাঁদের ভালোবাসা ও ত্যাগের বিনিময়ে তাঁরা মমতার প্রাপ্য, এবং তাঁরা দয়ার দৃষ্টিতে দেখা পাওয়ার যোগ্য।

র رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

<u>**তৃতীয়ত: আমাদের পিতামাতার জন্য দোয়া করা**</u>

আল্লাহ্ নিজেই আমাদেরকে সেই সুন্দর দোয়া শিখিয়েছেন, যা আমরা আমাদের পিতামাতার জন্য করতে পারি:

رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا

অর্থাৎ: *"হে আমার রব, আমার পিতামাতার প্রতি দয়া করুন, যেমন তারা আমাকে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন।"*

প্রিয় ভায়েরা,

এই দোয়ার ভেতরেই নিহিত আছে সেই বাক্যাংশ— *"যেমন তাঁরা আমাকে ছোটবেলায় লালন-পালন করেছেন"*—যা আমাদের মনে করিয়ে দেয় শৈশবে আমাদের জন্য পিতামাতার সব যত্ন, ত্যাগ, মমতা, দয়া, ভালোবাসা, স্নেহ আর ধৈর্যের কথা।

তাঁরা নির্ঘুম রাত জেগে থেকেছেন, আমাদের প্রতিটি প্রয়োজন পূরণ করেছেন, প্রায়ই নিজেদের আরাম-আয়েশ ত্যাগ করেছেন আমাদের কল্যাণের জন্য। আমাদের আনন্দে আনন্দিত হয়েছেন, আর আমাদের দুঃখে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়েছেন। আমাদের ভুলগুলোকে সীমাহীন ধৈর্যের সাথে সহ্য করেছেন এবং নীরবে আমাদের সাফল্য ও সুস্থতার জন্য দোয়া করেছেন।

সত্যিই, অন্তত আমরা যা করতে পারি, তা হলো আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার দিকে ফিরে যাওয়া এবং আমাদের পিতামাতার জন্য দোয়া করা।

জুম্মায় আগত সম্মানিত সুধী,

আমরা হয়তো কখনো পিতামাতার সাথে মতবিরোধ করেছি বা তাদের কষ্ট দিয়েছি—সচেতনভাবে কিংবা অজান্তে। তবুও আমাদের সর্বদা মনে রাখতে হবে, আমাদের সঙ্গে যা-ই ঘটুক না কেন, দিনের শেষে তাঁরাই সেইজন, যাঁদের হৃদয় আমাদের জন্মে আনন্দে ভরে উঠেছিল, যাঁদের হাসি আমাদের শৈশবের প্রথম স্মৃতিগুলো উজ্জ্বল করেছিল, আর যাঁদের ভালোবাসা ও ত্যাগ আজকের আমাদের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছে।

তাই আসুন, আমরা তাদের মর্যাদা রক্ষা করার চেষ্টা করি এবং সত্যিকারের পিতামাতার প্রতি কর্তব্যপরায়ণতা আমাদের কথা, কাজ ও দোয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়ন করে অনুগত সন্তান হয়ে উঠি।

আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা আমাদের পিতামাতাকে দয়া, ক্ষমা ও তাঁদের সকল ত্যাগের বিনিময়ে অফুরন্ত পুরস্কারে ভরিয়ে দিন। তিনি যেন তাদের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সুখ দান করেন, এবং আমাদেরকে সেইসব সন্তানদের অন্তর্ভুক্ত করেন যারা আন্তরিকভাবে তাঁদেরকে সম্মান, মর্যাদা ও যত্ন প্রদান করে। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন।

أَقُوْلُ قَوْلِي هَذَا وَأَسْتَغْفِرُ اللهَ العَظِيْمَ لِي وَلَكُمْ، فَاسْتَغْفِرُوْهُ إِنَّهُ هُوَ الغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ.

Second Sermon

الحَمْدُ لِلهِ حَمْدًا كَثِيرًا كَما أَمَر، وَأَشْهَدُ أَن لا إِلَه إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه، وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدَنا مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُه. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِهِ وَأَصْحابِهِ أَجْمَعِين. أَمّا بَعْدُ، فَيا عِبادَ الله، اِتَّقُوا اللهَ تَعالَى فِيما أَمَر، وانْتَهُوا عَمَّا نَهاكُم عَنْهُ وَزَجَر.

أَلا صَلُّوا وَسَلِّمُوا عَلى النَّبِيِّ الْمُصْطَفى، فَقَدْ أَمَرَنا اللهُ بِذلِكَ حَيْثُ قال فِي كِتابِهِ العَزِيز: إِنَّ اللهَ وَمَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّها الَّذِينَ ءامَنُوا صَلُّوا عَلَيهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ وَبارِكْ عَلى سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ وَعَلى آلِ سَيِّدِنا مُحَمَّدٍ.

وارْضَ اللَّهُمَّ عَنِ الخُلَفاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ سَادَاتِنا أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ وَعَلِيّ، وَعَن بَقِيَّةِ الصَّحابَةِ وَالقَرابَةِ والتَّابِعِين، وَتابِعِي التَّابِعِين، وَعَنّا مَعَهُم وَفِيهِم بِرَحْمَتِكَ يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين.

اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِلمُؤْمِنينَ وَالمُؤْمِناتِ، وَالمُسْلِمِينَ وَالمُسْلِماتِ، الأَحْياءِ مِنْهُم وَالأَمْواتِ. اللَّهُمَّ ادْفَعْ عَنّا البَلاءَ وَالوَباءَ وَالزَّلازِلَ وَالمِحَن، ما ظَهَر مِنْها وَما بَطَن، عَن بَلَدِنا خاصَّةً، وَسائِرِ البُلْدانِ عامَّةً، يا رَبَّ العالَمِين. اللَّهُمَّ انْصُرْ إِخْوانَنا الْمُسْتَضْعَفِين فِي غَزَّة وَفِي فِلَسْطِين وَفِي كُلِّ مَكانٍ عامَّةً، يا أَرْحَمَ الرَّاحِمِين. اللَّهُمَّ بَدِّلْ خَوْفَهُمْ أَمْنًا، وَحُزْنَهُمْ فَرَحًا، وَهَمَّهُمْ فَرَجًا، يا رَبَّ العالَمِين. اللَّهُمَّ اكْتُبِ السِّلْمَ وَالسَّلامَ وَالأَمْنَ وَالأَمانَ

لِلْعالَمِ كُلِّهِ ولِلّناسِ أَجْمَعِينَ. رَبَّنا آتِنا في الدُّنيا حَسَنَةً، وَفي الآخِرَةِ حَسَنَةً، وَقِنا عَذابَ النّارِ.

عِبادَ اللهِ، إِنَّ اللهَ يَأْمُرُ بِالعَدْلِ وَالإحْسانِ وَإِيتاءِ ذِي القُرْبى، وَيَنْهى عَنِ الفَحْشاءِ وَالمُنكَرِ وَالبَغْيِ، يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، فَاذْكُرُوا اللهَ العَظِيمَ يَذْكُرْكُمْ، وَاشْكُرُوهُ عَلى نِعَمِهِ يَزِدْكُمْ، وَاسْأَلُوهُ مِن فَضْلِهِ يُعْطِكُم، وَلَذِكْرُ اللهِ أَكْبَرُ، وَاللهُ يَعْلَمُ ما تَصْنَعُونَ.